আমার বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

- কফি হাউসের সেই লোকটা
- কখনো মুহূর্তের আলো
- গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা ( সংকলন )
- সত্তর দশকে বাংলা কবিতা ( যন্ত্রস্থ সংকলন )

## যাদুঘর

সেখানে নিপুণ রাখা
মেঘ কিংবা বৃষ্টিভেজা রোদের নরম
কিছু হাসি অনির্বাণ তারুণ্যের শিখা ;

যেন কোন ফেলে-আসা স্টেশনের ছায়া-নাম লেখা
ফোঁটা কয় সুনিবিড় জল
ঘাসের আগায় টলোমল ।

এবং ঝড়ের চিহ্ন, তাও থাকে যন্ত্রণার মতো—
সুগভীর ক্ষত ।

তবু দেখো,
হিরণ্যসময় ব্যেপে অনন্তকালের কিছু কথা
বিচ্ছুরিত হয় কোন দূরান্তের স্মৃতিসত্তা থেকে ;
স্বপ্নে লেখা নাম কিংবা
বিশ্বাসের মতন পাহাড়
ফিরে দেয় মাটি পদতলে ।

## এইখানে আয়নায়

এইখানে আয়নায় আমি
তুমি
অথবা
অন্য কেউ
মুহূর্তের ধরে রাখা ছবি।
মুখোমুখি—
খুব কাছাকাছি আসা,
ভালোবাসা,

আর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া।

## দুয়ার থেকে দূরে

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
গহীন-গাঙে উন্মোচিত ঢেউ
প্রেক্ষাপটে অনচ্ছ মুখগুলি
সিন্ধুজলে কঠিন বিষণ্ণতা।

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
মনের ভেতর আরো অনেক মন
মধ্যরাতের কঠিন জিজ্ঞাসাতে
পাত্রভরা হাজার প্রতিশ্রুতি

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
আকাঙ্খিত গাঢ় সবুজ বন
পাহাড় চুড়োয় দূরের প্রতিধ্বনি
হাজার সূর্যে হিরণ্ময়ের দ্যুতি।

## প্রিয়তম মুখগুলি

প্রিয়তম মুখগুলি একে একে স্মিত চলে যায়
পরাহ্ন রোদ্দুরে,
রামধনু বস্তুগুলি অভিরাম নষ্ট হয়ে যায়
চলোর্মি দিন জুড়ে,
ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলি দীর্ঘছায়া দূরতম হয়
অস্থির উচ্ছ্বাসে,
গাঢ়তম দুঃখগুলি তারা হয়ে উদাসীন ফোটে
একদিন বিষণ্ণ আকাশে।

## দূরের পলাশ

উৎসবের দ্যুতি ম্লান হলে
সমর্পিত ফিরে আসা ঘরে।

বিস্মৃত উদ্যানে যেই
দীর্ঘতর
ছায়া
ক্রমশঃই
সমুদ্র সময়—
অসংখ্য সূর্যের পরে
ঈপ্সিত মন্দিরে তার
বন্ধুর প্রণয়।

তবুও অরণ্য ডাকে
অমসৃণ শাখার আন্দোলে
প্রসারিত
নিপুণ
আকাশ,
প্রান্তরে জটিল
স্মৃতির রক্তাক্ত শিখায়
জ্বলে অন্তহীন
দূরের পলাশ।

## সহজ হারায় অনুভাসের মায়া

হারিয়ে গেল ভোরবেলাকার ফোটা শুকতারাটা
দ্বিপ্রহরে সূর্যমুখী নত,
মেঘবিকেলে গাঢ়স্মৃতির কত বকুল ফুলে
আধফোটা সব ইচ্ছেগুলো ঝরে।

ফুরিয়ে গেল রাত্রিভরে দেখা স্বপ্নটুকু
সন্ধ্যেবেলায় ভালোবাসার যুঁই,
দিনের রঙে প্রখর অতিচেনা চোখের আলোয়
সহজ হারায় অনুভাসের মায়া।

## ইস্পাত নীলে ঝড়ের শপথ

কপিশ চাঁদের বেগুনি ছায়ায়
দু'চোখের নীলে টলোমল দীঘি
পেলিওলিথিক স্মৃতির ভাঁড়ারে
পোড়ে নিরুপায় সোনার ধান।

তবুও অন্ধকারের মুখোশে
রাতের নিয়ন জ্বালাই শহরে
পথে বার বার আড়াল তোমার
যদিও সামনে পাহাড় লজ্জা।

দুরন্ত সেই ব্যবধান ঠেলে
খাড়া উৎরাই প্রাচীন অতলে
তুমি প্রত্যাশা ভোরের শিশিরে
শেষ ট্রেনে যেন ঘুমের যাত্রী।

নিষ্প্রদীপ মহেঞ্জোদরোতে
আমি প্রসারিত অশথ স্তব্ধ
ঝলসায় রোদে উদ্ধত শুধু
ইস্পাত নীলে ঝড়ের শপথ।

## হঠাৎ অবাক চোখ

হঠাৎ অবাক চোখ ভয়ানক ভাঙে
চকিত বিস্ময় কোন্ দিগন্তে উধাও।
কি-যেন কি-যেন এক উত্তেজনা থরথর বুক,
জিজ্ঞাসারা নিরন্তর ফেরে বিস্ফারিত।
চাঁদের আকাশে পৃথিবী ওঠে অস্ত যায়
পাড়ি দেয় মহাকাশে সাঁতারু মানুষ।
সেদিন অরণ্য মন তাকায় অবাক যেই
চন্দ্র সূর্যে গ্রহে গ্রহে বিস্তৃত ধরায়,
ধনধান্য পুষ্পেভরা ব্রহ্মাণ্ড বিপুল
সফল শ্রমের স্বেদে চষা মানুষেরি।

## উল্টো খেয়ায় ফিরতে গেলে

প্যাঁটরা খুলে
বেড়াই খুঁজে
জড়োকরা মুখোশ থেকে
উত্তরণে
অন্য কোন…

সময় খেয়াল
সবল দাঁড়ে
না জানিয়েই পৌঁছে দিল
গাঙের ওপার
কখন যেন…

হাতড়ে পকেট
মনে পড়ে
রঙমহলের ঠিক চাবিটা
ঘরের কোণে
পিঁজরাপোলে·

উল্টো খেয়ায়
ফিরতে গেলে
দপ্‌দপিয়ে বাতি নেভে
হঠাৎ বাজে
রেলের বাঁশী··

## কথা ছিল

কথা ছিল,

ঝাপ্‌সা বুকে অনেক দুখের ঘূর্ণিপাকের
বিবর্ণ রঙ ধুলোয় ছেনে রক্তগোলাপ ফুল ফোটাবে।
শালের বনের দীর্ঘ বাহু মহুয়ামন পোষ মানাবে।

আসবে নিয়ে
জ্যোছনা রঙে
রাঙিয়ে রাখি
সুখের পাখি
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চুঁড়ে;

ভালোবাসার দ্বীপান্তরে
অভ্রভেদী আনবে খুঁজে সবুজ বনের প্রতিশ্রুতি।

কথা ছিল,

সাগরভরা তৃষ্ণা ছুঁয়ে ওষ্ঠপুটে,
অহংকারী রৌদ্র থেকে অন্ধকারের দুঃখ নেবে।

ঝল্‌সেওঠা ইচ্ছেপটে পথের কাঁটা স্বেচ্ছাচারী
শূন্যকরে
কপাল থেকে
স্বেদের লবণ
মুছিয়ে দেবে।

কথা ছিল শেষবিকেলে সূর্যমুখীর আকাংখাতে
ভাসিয়ে দিয়ে স্মৃতির জাহাজ নীলকণ্ঠ সঙ্গী হবে।

# আমার চোখের সামনেই

আমার চোখের সামনেই
শিউলি ঝরা সোনালি সকালগুলো
ঘোলাটে দৃষ্টি অথর্ব রাত্রি হয়ে গেল।

তখন পৃথিবীতে শিশুরা
বয়স্ক শাসনকে পদাঘাত করেছে,
বৃদ্ধেরা ঈশ্বরের অক্ষম দোহাই দিয়ে
তাদের ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করছে।

এবং সারারাত ধরে আকাশের তারাগুলি
আর এক সকালের প্রার্থনায়
নিদ্রাবিহীন প্রহর গুনে চলেছে।
আমার চোখের সামনেই…

## প্রান্তর পেরিয়ে এলে

প্রান্তর পেরিয়ে গেলে
পশ্চিমের ছায়া দীর্ঘ
স্মৃতির মিছিল,
অনেক মৃত্যুর পরে দূরান্তের বনে কোন
সূর্য ঝিলমিল—

প্রান্তর পেরিয়ে গেলে
দুরন্ত চড়াই ভেঙে
অন্তহীন ধূলি
অনেক কান্নার ভিড়ে অন্ধকার মিশে যায়
চেনা মুখগুলি

প্রান্তর পেরিয়ে এলে
রণক্ষেত্র স্তব্ধ হয়
নিসর্গ উদাস
অনেক যাত্রার শেষে ঘরে ফেরা গোধূলির
রক্তাক্ত পলাশ।

## সময় তেমন কিছু

সময়
তেমন কিছু
আবহাওয়ার টিনের মোরগ নয়
যে তোমার হাওয়া বুঝে মুণ্ডু ঘোরাবে
কিংবা তুলবে আওয়াজ।

অথবা
সে নয় কোন
অফিসের বিনীত চাপরাশি
মুখে হাসি জানিয়ে সেলাম
সর্বদাই বলে যাবে—গোলাম হাজির!

সময়
বিচিত্র এক ডাকহরকরা
দোরে সেঁটে আদালতী কঠিন শমন
নিখুঁত হিসেব কষে কার কত জমানো ফসল
কিংবা কার জমি অনাবাদী।

## যেহেতু সময়ের সঙ্গে

যেহেতু সময়ের সঙ্গে
অনবরত স্মৃতির লড়াই
পেছনের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে
সামনে এগিয়ে যাওয়াই চাই।

অনুবর্তী দিনের পেছনে
প্রচ্ছন্ন হাত একই খেলায়
চাঁদ সূর্য পৃথিবীকে নিয়ে
লোফালুফি আশ্চর্য ট্রাপিজে দোলায়।

অনবরত পেছনের দরজাটা বন্ধ রেখে
সম্মুখে চলাই চাই
যেহেতু সময়ের সঙ্গে
আমরণ জীবনের লড়াই।

# ফিরে দাও

একদা
আমার মনে
সূর্যের ভাস্বর কোন ভোর—
উচ্ছ্বসিত জ্বলেছিল
সাগরের কৌতূহলে নীল.
অনুচ্চার অতীতের
ঘুমভাঙা প্রথম শিশির
প্রতিহত ফিরে এলো
আলোড়িত বিশাল সংসারে।
নির্জন অরণ্যে তার
আদিম প্রপাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আকাশের তারাগুলি
ম্লানমুখ অনির্বাণ কাঁপে,
ভয়ঙ্কর ঝরে' পড়ে
মুহূর্তের আয়ুহীন শব,
অন্তরীক্ষে ঝড় ওঠে,
রুদ্ধবাক্ প্রাণময় কোষে
সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে,
জ্বলে' ওঠে অনন্ত ইথার,
—থামাও ঘর্ঘর রথ
ফিরে দাও কবিতা আমার।

## শেষ দৃশ্যে পালা বদল

সমবেত শেষ দৃশ্য
শেষ হতে বাকী থাকে তাও ;
শেষ আলো
মুছে গেলে গৌরবঙ্গ সমতটকূলে।
সসাগরা যে বিপুল ছিল,
আজ ছায়ার প্রতিম—
বিতর্ক জটিল প্রশ্নে প্রতিধ্বনি ইতিহাসে ফেরে।
অর্ধেক নিলাম-ডাকে বিক্রী হয়ে গেছে
গতকাল,
অপসৃত স্মৃতিরেখা মানচিত্রে
খুঁজে পেতে হয়। আত্মবিস্মৃত কোন্
সাতকোটি মূঢ় অভিমান,
শীর্ণ ক্ষীণ নিঃস্ব, তাও অহঙ্কার
উদ্ভাসিত বুক। নিরন্নে উদর কাঁদে
গৃহভরা নিষ্প্রদীপ রাত।
তবুও মশাল বয়
উর্ধে তোলে উড়ন্ত নিশান।
কম্বুকন্ঠে ডাক দেয়
পদাহত ক্ষুধিত শপথ
বজ্রমুঠি আকাশ কাঁপায়
মানুষের ভূমিষ্ঠ বিদ্রোহ।

## রূপকথা

ছুঁড়ে দিলাম
ছুঁড়েই দিলাম,
আমার রঙিন রাজকুমারী
চন্দ্রাবতী নীল যমুনায়,
একটি কুঁড়ি সূর্যমুখীর
শেষ বিকেলে
ছুঁড়েই দিলাম।

তুলে নিলাম,
তুলেই নিলাম,
মেঘনাপারে ভোরের আলোয়
বঙ্গ সাগর এপার থেকে,
একটি ছড়া ধানের সবুজ
সোহাগ হাতে
তুলেই নিলাম।

রেখে গেলাম
রেখেই গেলাম,
রাঙচিতার ও বেড়ার ধারে
পঁচিশ বছর বন্ধ দুয়ার,
একটি কিশোর বিষণ্ণতা
বুকের চিহ্নে
রেখেই গেলাম।

# কোথায় ওপার বাংলা

কোথায় ওপার বাংলা প্রতিহত ওপার কোথায় ?
কোথায় এপার তার উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের নীলে ?
নন্দিত মাটির গর্ভে পিতৃত্বের একই ঔরসে,
প্রতিদিন পুষ্ট একই কাকচক্ষু মধুক্ষরা জলে,
গীতিময় মঞ্জুভাষা উচ্চারিত অবার নির্ঝরে,
ধমনীর রক্তস্রোতে চিরন্তন বাংলা একই যদি
কোথা থেকে দুই হবে যুক্তিহীন অসুন্দর ক্ষতে ?

## আবার ঘুরছে ইতিহাস

সময় রক্তের ক্রমে
আলোড়িত মুখর দামামা।
আচম্বিতে ফুঁসে ওঠে ঢেউ,
যেন কেউ—
প্রচণ্ড তুফানে যুঝে যুঝে
হেঁকে ওঠে,
—সামাল সামাল ভাইসব,
দামাল ঝড়ের ঝুঁটি ধরে
ডিঙিখানা নিপুণ ভেড়াও।

সময় আদিম মোহে
উচ্চারিত অবর্ণ যন্ত্রণা
দীর্ঘবাহু অবক্ষয় রাত
অকস্মাৎ—
ঘুমে ঢোলা যাত্রী শেষ ট্রেনে
চমকে জাগে,
—কোথায় এলাম, অতর্কিতে
গেলাম ছাড়িয়ে
স্মৃতির স্টেশনগুলো ফেলে।

সময় পাহাড় থেকে
পিছু ডেকে অন্তরীক্ষে ঘোর
বিস্ফোরণে ভাঙছে ভূগোল
কলরোল—
মধ্যযামে গনগনে লাল
সম্ভাবনা
ছুঁয়েছে আকাশ,

রুদ্ধশ্বাস মূঢ়বুক জুড়ে
নিহত জ্যোৎস্নার শবগুলি।

সময় দেওয়ালে লেখে
উদ্যত মশাল হাতে যেন।
অর্বাচীন নড়বড়ে সাঁকো
দূরে রাখো।
বিস্ফোরণে টলছে সব মাটি
—সামাল সামাল হুঁশিয়ার,
আবার ঘুরেছে ইতিহাস
যুগান্তের শব্দভেদী বাণে।

## একুশে ফেব্রুয়ারী

ওরা বলেছিলো—
আগুন ঝরানো ধূমকেতু
হবে সব।
কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে দেখে
দিবালোক খুঁজে নেবে।

ওরা বলেছিলো—
ঝঞ্ঝা আনবে
আলোর পাহাড় খুঁড়ে,
শংখচিলের ডানার আফোটে
দ্বিধাহীন মুড়ে দেবে।

বলেছিলো ওরা—
জুড়ে দেবে যতো
ভাঙা বুক,
ছেঁড়া দেশ,
বজ্রের হাঁকে বৃষ্টি নামাবে
দুর্লভ ধান ক্ষেতে ;
অন্ধকারের ক্লান্তি লগ্নে
ঈশানী শপথ জেবলে
মানুষী দুঃখ মুছে দেবে
সব
কস্তুরী উৎসবে।

## বিস্মৃতির অপচয় থেকে

কোনদিন ছুঁয়ে এসে
আকাশের মাটি
রূপকথা মেশা
শত শত শৈশবের খেলার পুতুল
অনায়াসে ফেলে দাও,
লেশমাত্র অন্তরাল
থাকে না কোথাও।

তারপর অন্ধকার হিমাংকের নিচে
হিসেবের গরমিল পাওয়া যায় খুঁজে
বিবর্ণ ধূসর ভাঁজে কোন ;
তখনো কি বৈতরণী তীরে
সমীক্ষাতে আসো তুমি ?
বিস্মৃতির অপচয় থেকে
তুলে আনো ফসিল ঈশ্বরে !

## আমার মেলা ডানার নিচে

আমার মেলা ডানার নিচে
তোমার সীমানাতে
তাকিয়ে দেখি পেরিয়ে এলাম
গ্রহান্তরের মাঠ।

বুকের পাশে কাছে
দোলনচাঁপা গাছে
ফোটে কখন সোনালি লাল
গুচ্ছ গুচ্ছ কথা—
কখন ফোটে!

আলোক-বর্ষ শেষে যখন
নিজের আঙিনাতে,
কখন সূর্য নিভে গেছে
ঘনিয়ে এল বন্ধ্যা মেঘের ছায়া
চোখেই পড়েনি যে!

## হেমন্তের বিষণ্ণ বিকেলটুকু

হেমন্তের
বিষণ্ণ বিকেলটুকু
হারিয়ে গেলেই দেবদারুর
সরল শাখাগুলি শেষ রোদ্দুর কণাটির
দিকে প্রার্থনার হাত বাড়ায়। যদিও তখন
আকন্দ কুয়াশার দল আনত
পল্বলে পারদের মত গাঢ়তম
এবং পায়ের নিচে গৈরিক
গোধূলি বাঞ্ছিত
আসন্নতায়
নিপুণ
অভিসারিকা

## আমি তবে প্রতীক্ষায় থেকে

তারপর আরো যদি
স্বপ্ন থাকে
বুকের শিয়রে বাঁকে বাঁকে,
ছায়া ছিঁড়ে সময়ের মৃত্যু নীল জলে
পাল তুলে দাও,
জীবনের তুল্যমূল্যে প্রতিহত হঠাৎ কোথাও

আমি তবে প্রতীক্ষায় থেকে
হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে
বহু ডেকে ডেকে চলে যাব।
কোনদিন কিংশুকেরা অরণ্য গভীরে,
উন্নাসিক শূন্য প্রেম শুধু আয়োজন—
ব্যর্থ তবু নম্র বুকে আত্মসমীক্ষণে।

## ইন্দ্রধনু পেরিয়ে গেলেই

ইন্দ্রধনু
পেরিয়ে গেলেই
সোনার সীতা
অশোক বন ।
প্রত্যাশিত
আসন্নতায়
হৃদয় ক্ষতে
প্রাচীন কাঁটা
চমকে ডিঙোই
সময় সীমা
অহঙ্কারের
পলাশ মন ।
বিষণ্ণতা
থমকে থামে
দীর্ঘ বাহু
প্রলোভনে
শীত পোহালে
পায়ের ছাপে
প্রতিধ্বনি
চিরন্তন ।
ইন্দ্রধনু
ছাড়িয়ে গেলেই
মনের ছায়ায়
আরেক মন ।

## বদর বদর সামলে যেও নাও

খুঁজো না সেই শিউলি ঝরার—
শিশির ভেজার দিন,
কেউ খুঁজো না,
বুকের গভীর স্বপ্ন দেখার ছল।
অবাধ্য মন এই মোহনায় বেয়োনাকো দাঁড়
বদর বদর সামলে যেও নাও।

সফল দিনের বিফল স্মৃতি—
খুঁজোনা আর কেউ
দিঘীর পরেই নয়ানজুলির বাঁক।
সাবধানেতে এড়িয়ে যেও ইচ্ছেগুলো মুড়ে
উথাল পাথাল ঢেউয়ের ছলাৎছল।

যেখানে যা সাধ মিটিয়ে দেখে দুচোখ ভরে
তৃষ্ণাজলে আঁজলাপুরে দাও
গহীনরাতে আকাশপারের শেষ তারাটি চিনে
বদর বদর সামলে যেও নাও।

## বৃষ্টি নামে হঠাৎ যখন

বৃষ্টি নামে হঠাৎ যখন
অহংকারের আকাশ জুড়ে
বানপ্রস্থে নিঃস্ব পথিক
পেছন ফিরে সালতামামি।

বুকের তীব্র গোপন ছিঁড়ে
অন্ধকারের চাঙড় খসে
চোখের ছায়ায় ছলকে নদী
পায়ের চিহ্নে প্রতিধ্বনি

দীর্ঘ রাতে কঠিন থামা
ভুলতে চেয়েও যায় না ভোলা
আছড়ে ভাঙে বোধের ভেতর
সূর্য ওঠার প্রতিশ্রুতি।

## তবুও তোমার নামে

দুঃশলা তুমিও থাকো
অনন্তর প্রশ্নের শিহর
মহাভারতের সেই প্রাচীন কবরে,
হিংসা প্রেম অশ্রু কিংবা
শৌর্য বীর্য কিছু অন্য নয়
কোন প্রহসনে
শুধু এক উচ্চারণ ক্ষীণ
গান্ধারীর স্নেহালু নয়নে
অরব ব্যথিত স্মৃতি কোন এক ভোরে।

প্রান্তরে অনেক রোদ
বৃষ্টিধোয়া নরম সকাল
ছায়াঘন বন,
মেঘের নীলিম সীমা
ভাষাহীন রক্তিম মুখর
অনেক ঘোষিত আসা যাওয়া
কালের নির্মম চষা মাঠে।

তবুও তোমার নামে
শব্দহীন ইতিহাস মূক,
জিজ্ঞাসারা আলোড়িত ফেরে
ধ্বনিময় নিমীল আঁধার,
অবান্তর শুধু নাম এক
তুমিও দুঃশলা—

# মধুকবি

কখন পেরিয়ে আসি ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া
শতাব্দীর বর্তমানে দ্রুত ফিরে যাই
এবং তাকাই,
—ডাকে কেউ পিছে,
'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল'—
থমকে দাঁড়াই যেন অবাক বিস্ময়।

আবহকালের মত
বাংলার কুটিরে আজো সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে।
টিমটিমে আভার নিচে অজস্র নিবারণ,
হারুমুদি, গদাধর, সনাতন পাল।
উদ্বেলিত কণ্ঠ থেকে একই সুরে ভেসে আসে
জয়দেব—কৃত্তিবাস—কাশীরাম দাস,
প্রভেদ কেবল শুধু তারি সাথে জুড়ে গেছে
আরো এক গাথা ঃ
ইরম্মদ মেঘনাদ, মেঘমন্দ্র দশানন, নিকষার কথা।
প্রভেদ কেবল শুধু তারি সাথে জুড়ে গেছে
আরো এক নাম ঃ
হে বাংলার মধুকবি তোমাকে প্রণাম।

## রবীন্দ্রনাথকে

তবুও তোমারই স্মৃতি
সুনিবিড় চৈতন্যের কোষে
হে কবীশ—
মধ্যাহ্নের নীলে
সমারোহ কৃষ্ণচূড়া দিনে।
অপরাহ্ণে স্মৃতিঘেরা আলোড়িত গৈরিক প্রেক্ষণে
অন্ধকার ঘন হয়ে এলে।

পুরানো পোষাকগুলি ছিঁড়ে
দর্পণেতে যতোবার দেখি, অন্যকারো ছায়া মনে হয়,
এবং বিস্ময়
জাগে চতুর্দিকে আর কেউ নেই।
মনে হয় বার বার
কি জানি এ অন্যকার
চোখে যেন আমাদেরো চোখ।
অনুভূতি ভেঙে,
সময় পেরিয়ে ওই একই মাথা আকাশেতে ঠেকে।

অতঃপর বীজ থেকে ফুলে কিম্বা ফুল থেকে বীজে
ঘুরে ফিরে একই খেলা দেখে যেতে যেতে যেতে…
যতোবার নতুনতা চাই
হে কবীশ—
দ্বিধাহীন জানি
সাধ্য নেই তোমাকে এড়াই।

## তুমি

যেমন দেহের কোষে মন,
অণু অণু খুঁজে কিংবা
প্রসারিত ভেঙে
কোথাও
পাবে না কেউ তাকে।
যদিও সে আছে,
একাকী—
অত্যন্তভাবে কাছে
এবং বস্তুত
মনছাড়া শরীরের অস্তিত্ব পুথুল

তেমনি রক্তের ক্রমে তুমি
চেতনার উজ্জয়িনী স্রোত।
যেন ওতঃপ্রোত
ধমনী শিরায়
সমুদ্রের জোয়ার সফেন,
শংখচিল এবং নুলিয়ারা।

অথচ কেমন তুমি
দ্বিধাহীন সহজ উধাও
আশ্চর্য স্বাধীন—
উদ্ভাসিত রৌদ্রময় নীলে।
যখন মিছিলে
আমি শুধু গোত্রহীন মুখ
অতিক্রান্ত দিন থেকে দিনে
উদাসীন প্রখর গৈরিকে।